R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

ডলফিন
ইমিটেশন, গ্যাস সরঞ্জাম ও উপহার সামগ্রী বিক্রেতা
সকলেরে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
রঘুনাথগঞ্জ ঃ কাপড়পট্টি

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০১ সাল। ৩রা মে, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

জোর করে পুর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করালেন হবিবুর রহমান— অভিযোগ আনলেন কংগ্রেসের অরুণ দাস

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ পুরসভার নির্বাচনে ১৮নং ওয়ার্ডে এবার কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে নমিনেশন পেপার দাখিল করেন দু'জন। একজন কংগ্রেসের শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি, গ্রামীণ কৃষি কংগ্রেসের সম্পাদক ও ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অরুণ দাস এবং অন্যজন জনৈক সহিম সেখ। প্রার্থী প্রত্যাহারের দিন দেখা গেল সহিম সেখকে কংগ্রেসের প্রতীক দেওয়া হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে অরুণ দাস প্রার্থী পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। এ ব্যাপারে অরুণ দাস আমাদের প্রতিনিধির কাছে ক্ষোভের সঙ্গে জানান তাঁকে রীতিমত চক্রান্ত করে প্রায় জোর করেই প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়। তিনি বলেন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির অনুমতি নিয়েই তিনি প্রার্থী হন। তাঁকে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেড় লক্ষাধিক টাকার ডাক আমানত তছরূপ উপবিভাগীয় পরিদর্শকের কৃতিত্বে টাকা আদায়

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ব্যারেজ পোষ্ট অফিসের অধীন ফতুল্লাপুর গ্রামীণ ডাকঘরের ডাকপালের বিরুদ্ধে সেভিংস ব্যাঙ্কের বেশ কিছু টাকা তছরূপের অভিযোগ ওঠে। এ বিষয়ে প্রথম সন্দেহ করেন জঙ্গিপুর ব্যারেজ ডাকঘরের কর্মী নির্ঝরকান্তি রায়। এই অভিযোগ পেয়ে জঙ্গিপুর উপবিভাগের পরিদর্শক এ সান্যাল জরুরী ভিত্তিতে ঘটনা স্থলে যান ও তদন্ত শুরু করেন। প্রথম দফায় প্রায় কুড়ি হাজার টাকার তছরূপ ধরা পড়ে। ডাকপালকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরিদর্শক এ সান্যালের তৎপর তদন্তে ধরা পড়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার আমানত তছরূপের ঘটনা। জানা যায় পঃ বঙ্গে গ্রাম্য ডাকঘরে যে সব আমানত তছরূপের ঘটনা এ যাবৎ ঘটেছে, তার মধ্যে এটিই সর্বাধিক। তছরূপকৃত টাকার প্রায় সবটাই শ্রীসান্যালের কৃতিত্বে ডাকপালের কাছ থেকে আদায় করে সরকারী কোষে জমা করানো গিয়েছে বলে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলার সর্বত্র পশুহাট একই দিনে রবিবারে বসার আদেশ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সম্প্রতি জেলা শাসকের এক আদেশ বলে মুর্শিদাবাদের পশুহাটগুলি সপ্তাহের একটি দিন রবিবারে বসার নির্দেশ নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসকের আদেশ মোতাবেক ব্লক অফিসগুলি থেকে সমস্ত হাট মালিককে লিখিতভাবে ঐ আদেশ মেনে একদিন হাট বসাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিলে হাট লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে হাট মালিকদের বক্তব্য—সরকার গরু পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে এই আদেশ দিয়েছেন। প্রশাসনিক ব্যর্থতা চাপা দিতে হাট মালিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছেন এবং তাঁদের নাগরিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করছেন। এই নিয়ে হাট মালিকরা মহামান্য হাই কোর্টের স্মরণাপন্ন হয়ে স্থগিতাদেশ চান। হাই কোর্ট উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর জনস্বার্থে সরকারী আদেশের উপযুক্ততা বিচার করে মালিক পক্ষের আবেদন খারিজ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ান পুরসভা নির্বাচন নিয়ে হাই কোর্ট স্থগিতাদেশ খারিজ করলেন

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় পুরসভার ওয়ার্ড সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কিছু পুর কমিশনার, পঞ্চায়েত সদস্য ও বুদ্ধিজীবী হাইকোর্টে আবেদন করে স্থিতাবস্থার আদেশ পান এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পুরসভার নির্বাচন বন্ধ থাকে। গত ২৬ এপ্রিল হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শুনানীর পর স্থগিতাদেশ খারিজ করে দেন। শোনা যাচ্ছে সে কারণেই নতুনভাবে নোটিশ জারী করে এই পুরসভার নির্বাচন জুন মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

এ ডি পি আই এর কলেজ পরিদর্শন

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৭ এপ্রিল রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এ ডি পি আই স্থানীয় কলেজ পরিদর্শন করে গেলেন। তিনি কলেজের গৃহ ও পড়াশোনার বিভিন্ন সমস্যা ছাড়া ফাঁকা পদগুলিতে অধ্যাপক নিয়োগ, লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে পরিচালক কমিটির সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। সমস্ত বিষয়ে অনার্স কোর্সের ক্লাস চালুর প্রতিশ্রুতি ছাড়া (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিশু বিকাশ প্রকল্পে ১১৯টি কেন্দ্র খুলছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ১নং পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় একটি করে এলাকায় শিশু বিকাশ প্রকল্পানুযায়ী একটি করে কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। প্রতি কেন্দ্রে থাকবেন ১ জন অংগনওয়াড়ি কর্মী ও ১ জন সহায়িকা, মোট ১১৯টি কেন্দ্র হবে। কানুপুরে ১৯, জামুয়ারে ১৭, দফরপুরে ২১, জরুরে ২১, রাণীনগরে ২২ এবং (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০২ সাল

কোনও খাদ্য নয়, শুধুমাত্র জলের জন্য রাজ্যের সর্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। প্রচন্ড খরায় চতুর্দিক জ্বলিতেছে, গ্রীষ্মকালীন ধান মাঠে শুকাইতেছে। খাল, পুষ্করিণী জলশূন্য। ফুটিফাটা মাঠ; সেই সব ফাটল হইতে ধরিত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাস বায়ুমন্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গায়ে জ্বালা ধরাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ জলস্তর অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বহু জায়গায় জল মিলিতেছে না। অগভীর নলকূপগুলি জল তুলিতে অক্ষম। জলের সমস্যায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই চিন্তিত। এই জেলার দিশটি ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর আঠারো মিটার নিচে রহিয়াছে বলিয়া সমীক্ষায় প্রকাশ। এই অবস্থা অবশ্যই আশংকার কারণ। অতঃপর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় জলাভাব মানুষের অবস্থাকে অসহনীয় করিয়া তুলিবে।

এমন জলাভাব হইল কেন? সুজলা এই দেশে আজ জলের এমন দৈন্য কেন? আগেকার দিনে ঋতুচক্রের যে একটা ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য ছিল বর্তমানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে। বর্ষা তাহার প্রকৃত রূপ লইয়া আর আবির্ভূত হয় না। বৃষ্টিপাতের ক্রমহ্রাসমানতা প্রতি বৎসরই পরিলক্ষিত হইতেছে। আকাশে মেঘের সঞ্চার হইলেও তেমন বৃষ্টি হয় না। জলভরা মেঘ আশা জাগাইয়া নিরাশ করে। বেশ কিছু বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির এমন কৃপণতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। তদুপরি বিভিন্ন শ্রেণীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া চাষের কাজে লাগান হইতেছে। সারা বৎসর ধরিয়া ধান ফলান হইতেছে। ইহার জন্য প্রচুর জল তুলিয়া ফেলা হইতেছে। কিন্তু যে পরিমাণ জল তোলা হইতেছে, তদনুপাতে বৃষ্টির ক্রমহ্রাসমানতার জন্য ভূগর্ভের শূন্য ভান্ডার পূরণ করা হইতেছে না। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই কান্ড চলিতেছে। বনসৃজনের গালভরা বুলি অবশ্যই শ্রুত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের বনসম্পদ যে হারে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার অভাব বনসৃজন প্রকল্প অদ্যাবধি পূরণ করিতে পারে নাই। বৃষ্টিপাতের দৈন্য এই জন্যও বটে।

উদ্ভূত এই প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য রাজ্য জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হইয়াছেন। তবে জলের অভাব মিটাইতে শুধু রিপোর্টের পর রিপোর্ট চালাচালি করিলে কিছুই হইবে না। কার্যকরী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে করিতে হইবে। নতুবা পশ্চিমবঙ্গে মরুর ঊষরতা নামিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে না।

নারীর মান উন্নয়নে গান্ধীজির অবদান

সুধীরকুমার ঘোষাল

'মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু নাই' —বলেছিলেন আমেরিকার নেগ্রো নারী নেত্রী মেরি বেথুন। মহাত্মা গান্ধীর নৃশংস হত্যায় সারা দেশ ব্যাপী সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার উত্তরে তিনি একথা বলেন।

সেদিন ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধী হত্যার সংবাদ নেমে এল বোমা বিস্ফোরণের মত। পুরুষ ও নারী গভীর শোকে ভেঙ্গে পড়ল।

নারীর মর্যাদা উন্নয়নে গান্ধীজির চেষ্টা ছিল অত্যধিক। সমাজের অবহেলিত অবস্থা হতে ও নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন হতে তিনি নারী জাতিকে উদ্ধার করে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মেরি বেথুন বলেছিলেন 'আমরা পৃথিবীর মাতৃজাতি, জেট প্লেনের কর্ণবিদারী গর্জায়মান ভীতিপ্রদ শব্দের মধ্যে, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে, জীবাণু যুদ্ধের গভীর শঙ্কার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সেই অবস্থায় সুদূর প্রাচ্যে মহাত্মা গান্ধীরূপ সূর্য্য উদিত হয়েছে— সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। হে মহাত্মা গান্ধী, আমরা মাতৃজাতি তোমাকে অভিবাদন জানাই, আমরা তোমার আলোক শিখা ঊর্ধে তুলে ধরব। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব শান্তি লাভের বন্ধুর পথে তোমাকে অনুসরণ করব।'

ভারতের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভারতীয় নারী হীনমন্য অবস্থার মধ্যে বাস করত। গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো, আর তার প্রধান কাজ ছিল গৃহের দাসীপণা করা, সন্তান পালন আর পুরুষের আদেশ পালন করা। পুরুষ সৃষ্ট আইন ও শাস্ত্রগুলি নারীকে দুর্বল শ্রেণীরূপে চিত্রায়িত করেছিল, যে শ্রেণী পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। পুরুষই ছিল তার রক্ষক। নারী ছিল এমন একটি পার্থিব সম্পত্তি যার রক্ষার প্রয়োজন।

বুদ্ধ সময়ের প্রায় দু'হাজার বছর পর হতে ভারতীয় নারীর অবস্থার এই অধঃপতন এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পেয়েছে। পুরুষের জননীরূপে তাকে মর্যাদা দেওয়া হত। এবং বিশ্বাস করা হত দৈবশক্তির অধিকারিণীরূপে। কিছু বৈদিক গাথাতেও নারীর মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষি যাজ্ঞবল্কের দুই স্ত্রী গার্গী ও মৈত্রেয়ী বুদ্ধিবৃত্তি ও তেজস্বিতার জন্য পরিচিতা ছিলেন।

বৈদিক যুগের পরবর্তীতে নারীর মর্যাদার পতন ঘটে। জ্ঞানী বুদ্ধ পুরুষের গার্হস্থ জীবন ত্যাগের অনুশাসন দেন এবং মুক্তির জন্য ও আত্ম-উপলব্ধির জন্য বানপ্রস্থ অবলম্বনের একান্ত প্রয়োজন বলে প্রচার করেন। বুদ্ধের সমসময়ে নারীকে লোভের বস্তুরূপে এবং সমস্ত দুঃখের মূলরূপে বিবেচনা করা হতো। মানুষ যদি শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চায়, তবে নারীকে ত্যাগ করতেই হবে। বুদ্ধ আশি বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশার শেষ দিকে তিনি নারীদেরকে অনুমতি দিলেন ধর্ম সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে—মত দিলেন অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে। বুদ্ধ যুগের পরই আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন, এল শক হুন দল ও একাদশ শতাব্দীতে এল পাঠান-মোঘল। এতে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হল, নিরাপত্তার অভাব দেখা দিল সমাজে। নারী-সমাজকে দুর্বল শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা হল, বিদেশীয় আক্রমণকারীদের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করার প্রশ্ন দেখা দিল। বিট্রিশ শাসনের যুগে নারীর নিরাপত্তার অভাব রইল না। বাংলাদেশে ও মহারাষ্ট্রে রাজা রামমোহন রায় ও অধ্যাপক ডি কে কার্ভে নারী মুক্তি আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেন।

ভারতীয় নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রবল বেগে আন্দোলন শুরু করেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজি প্রচার করেন, যে দেশের লোকসংখ্যা অধিকাংশ নারী সেই নারীকে ক্রীতদাসী হিসাবে সমাজে রাখলে ভারত কোন দিন স্বাধীন হবে না। সর্বভারতীয় পরিবেশে তিনি অনেক বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেই পরিকল্পনায় নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হল। গান্ধীজির এক সময়ের সেক্রেটারী ও জীবনীকার চন্দ্রশেখর শুক্ল বলেন 'আধুনিক সময়ে নারীমুক্তির জন্য ও সমাজে ও গৃহে নারীর উপযুক্ত স্থান নির্ধারণে গান্ধীজি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই সক্রিয় সচেষ্ট হননি।' গান্ধীজি বলেন 'সেবা ও আত্মত্যাগের শরীরী শক্তিই নারী— আমি তাদেরকে সেইভাবে পূজা করি।' তিনি বলেন 'প্রকৃতি নারীকে দিয়েছে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত প্রেরণা, এ ক্ষেত্রে পুরুষ তার সমকক্ষ নয়।'

গান্ধীজি এক সময় বলেন 'তার নিজের মধ্যে নারীর হৃদয় আছে।' নারীরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন এবং অন্তরের সব গোপনকথা তাঁকে বলতেন এবং (পর পৃষ্ঠায়)

নারীর মান উন্নয়নে গান্ধীজির অবদান

গান্ধীজির কথায় তাঁরা সান্ত্বনা পেতেন, বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে সেই সান্ত্বনা যেন এক গ্লাস অমৃত। গান্ধীজির জীবনীকার একজন জীবন- দর্শীনী নারীর কথা বলেন—গান্ধীজির তিনি এক অন্ধ পূজারিণী ভক্ত ছিলেন, অথচ অন্ধ ভক্ত বলে নিজেকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন 'নারী আমরা, আমাদের জীবনের এমন অনেক কিছু আছে, যা কোন পুরুষের সঙ্গেই আলোচনা করা যায় না বা বলা যায় না, কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভুলে যায় যে তিনি একজন পুরুষ।' নারীর অধিকার সম্পর্কে আর সাধারণ মানুষের পরবর্তী স্তরের মনুষ্যত্ব লাভের যে পথ তা পাওয়ার যে উপায় তাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেননি গান্ধীজি।

গান্ধীজি বলেন 'নারীর অধিকার লাভে যে যুক্তি আছে তার বিরোধীয় যুক্তির নিকট আমি আত্মসমর্পণ করি না। আমার মতে কোন আইনগত বাধা নারী মানবে না। পুরুষের অত্যাচারের কাছে মাথা পেতে দিবে না। প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক পার্থক্য দিয়েছে, সে বিষয়ে গান্ধীজি অনবহিত নন। স্ত্রী ও পুরুষের উভয়ের একই ক্ষমতা এবং তাদের দাবী ও অধিকার সম্পর্কে তিনি সোচ্চার। 'সমতা' কথার অর্থে তিনি সমান সুযোগ মনে করেন। প্রকৃতি নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে গড়েছেন। নৈতিক অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে ভারতীয় নারী পরিপূর্ণরূপে গড়ে ওঠার সুযোগ আছে—সে সুযোগ হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। তিনি বলেন মানব জাতির আইনই হচ্ছে অহিংসা ধর্ম, সে ধর্ম পশুশক্তি হতে প্রবলতর। তিনি বলেন ভীরুতাকে গোপন রাখার জন্য অহিংসা নয়, তা হচ্ছে সাহসীর প্রবল-ধর্ম। তিনি বলেন, অহিংসা এমন একটা শক্তি যা ছেলে-মেয়ে, যুবা-যুবতী, বয়স্ক নারী পুরুষ সমভাবে পালন করতে পারে, অবশ্য যদি থাকে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং মানুষের প্রতিও ভালবাসা। গান্ধীজি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন একমাত্র অহিংস সমাজেই নারী তার উদার নৈতিক গুণাবলীর অধিকারিণী হন। একমাত্র অহিংস সমাজ ব্যবস্থাতেই চারিত্রিক শক্তিকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য দেওয়া হয়। এতেই নারীর নারীত্ব। তাই পুরুষ যেখানে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় সেখানে শান্তির কাজে নারীকেই যোগ্য স্থান দেওয়া হয়। বিগত দুই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের হিংসা আর ঘটনার পরিবেশে মানুষ যখন জড়িত হয়ে পড়েছিল, ১৯৪৭ সালের ২৯শে জুন গান্ধীজি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন 'অহিংসার সংকীর্ণ ও সহজ পথ ব্যতীত বেদনার্ত্ত পৃথিবীর আর কোন আশা নাই। আমার মত সহস্র সহস্র মানুষ তাদের জীবদ্দশায় সত্যকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে, সেইখানেই তাদের ব্যর্থতা, শাশ্বত আইনের ব্যর্থতা নাই।'

বিশ্বশান্তি স্থাপনের বিরাট যজ্ঞে গান্ধীজি অনুভব করেন, এতে নারীর বিরাট কর্তব্য রয়েছে, যুদ্ধমান পৃথিবীতে নারীকে শিক্ষা দিতে হবে সেবার মহান কর্তব্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে সেই সেবা অমৃতের পিপাসী। প্রকৃতি তাকে যে গুণে বিভূষিত করেছে তা হতে নারী সরে এলে বা সেবার ধর্ম ত্যাগ করলে বিয়োগান্ত অবস্থা আসবে। পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে নিলে একটা পাশবিক প্রতিযোগিতার সামিল হতে হবে।

গান্ধীজি বলেন 'আমার মতে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই অমর্য্যাদাকর যদি নারীকে গৃহাঙ্গন হতে এনে গৃহরক্ষায় তার স্কন্ধে রাইফেল তুলে দেওয়া হয় এবং তা বর্ব্বরতারই সামিল এবং শেষের শুরু। তাই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—যে সময় পৃথিবীর মানুষের মনে একটা গভীর উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে এবং বিশ্ব-শান্তি সঙ্কটাপন্ন, সেই সময় সেই সাবধান বাণী আরও স্মরণযোগ্য।

ভারতীয় নারীর প্রতি গান্ধীজির ছিল চরম বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন 'নারী শুধু better half-ই নয়, সে একটা Nobler half। আজও নারী শত শত বর্ষের অবদমনের মধ্যেও আত্মোৎ-সর্গের, নীরব সহিষ্ণুতার, মনুষ্যত্বের বিশ্বাস ও জ্ঞানের জীবন্ত প্রতীক। গর্বের সঙ্গে তিনি একথা বলেন। এই নারীই একদিন ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে বৃন্দবনের দুগ্ধ পসারিণীরূপে তাঁকে অনুসরণ করে-ছিলেন।

গান্ধীজির আহ্বানে এই নারীরাই পরদা ত্যাগ করে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, গৃহের অন্তঃপুর ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে দেশের সেবায় নিজ দেহের অলঙ্কার ও গুপ্তধন গান্ধীজির হাতে তুলে দিয়ে ছিল। ধনী মহিলারা তাদের বিলাসবহুল জীবন ও বিলাসবহুল সাজ-সজ্জা ত্যাগ করে সাধারণ জীবনযাপন ও সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিল শান্তভাবে। এই নারীরাই আইন ভঙ্গ করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ করেছিল এবং কারাবরণ করেছিল। এই নারীরাই বিদেশী মাল বিক্রয় হয় এমন দোকানে পিকেটিং করেছিল, হাজারে হাজারে নারী পথে নেমে এসেছিল নিঃশব্দে মার্চ করে চলেছিল সুশৃঙ্খলভাবে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটীশ আইন প্রত্যাহারের দাবীতে।

শ্রীডি কে কার্ভে, যিনি ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ১০৫ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। ভারতে নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। তিনি জাপানে যান, ১৯৬০ সালেই ভারতে ফিরে আসেন, তিনি বলেন এমন একটা দৃশ্য একদা তার চোখে পড়ে যা দেখে আনন্দাশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি। প্রফেসর আর আর দিবাকর, গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান এই ঘটনার বিবরণ দেন। ঘটনা হচ্ছে কার্ভে দেখতে পান ছোট বড়, বয়স্ক ও অল্প বয়স্ক হাজার হাজার মহিলা সমুদ্রের দিকে মার্চ করে চলেছে, বোম্বাই এর জনাকীর্ণ পথ ধরে, লাঠি ও অস্ত্র নিয়ে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। নারীদের ওষ্ঠে বীরত্বব্যঞ্জক সঙ্গীত, নানা রঙ্গের পোষাক পরিহিত নির্ভিক নারীরা সুশৃঙ্খলভাবে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে লবণ-আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে। কার্ভে উল্লাস করে বলে উঠলেন 'নারী উন্নয়নে কোথায় আমার এতদিনের প্রচেষ্টা আর সম্মুখে দেখা যায় গান্ধীজির একটা তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপণ।'

নারীমুক্তি যজ্ঞের হোতা কার্ভের মত ঋষির গান্ধীর প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন হ'তেই জানা যায় নারীর মর্য্যাদা ও জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে গান্ধীজির কি বিরাট অবদান! প্রাচীন বৈদিক যুগে নারীসমাজ যে সম্মান, শ্রদ্ধা ও শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল গান্ধীজির অতুলনীয় অবদানে সে ফিরে পেল তার সেই প্রাচীন আসন ও মর্য্যাদা। নারীরা পেল পুরুষের মত ভোটের সমান অধিকার। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীরা কেন্দ্র ও রাজ্য সংসদে উচ্চ দপ্তরে সসম্মানে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হল, রাজ্যপাল ও মন্ত্রীত্বের পদ লাভের মর্য্যাদা লাভ করল। রাষ্ট্রদূত, এমন কি ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্টের পদ। পৃথিবী বিস্মিত হল, পৃথিবীর সবচেয়ে জনসংখ্যা অধ্যুষিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রধান মন্ত্রীপদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত হল নারী। ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা উন্নয়নে, ভারতের মুক্তিলাভেও গান্ধীজির এই ঐতিহাসিক অবদান অবিস্মরণীয়।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—**বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'** (রেডিমেড পোষাকের দোকান) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন : ৬৬২৪৯

নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

কার্ড'স ফেয়ার, রঘুনাথগঞ্জ

চাঁই সমিতির ডেপুটেশন

জঙ্গিপুর : গত ২৯ মার্চ স্থানীয় পৌরসভার ধনপতনগর, ইনায়েতনগর প্রভৃতি মহল্লার চাঁই সম্প্রদায়ের বিশাল এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে পুরপতির কাছে বিভিন্ন দাবী নিয়ে এক ডেপুটেশন দেন। এগুলির মধ্যে ছিল ঐ মহল্লাগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা এবং ট্যাক্স নির্দ্ধারণে সমতা আণয়ন প্রভৃতি। পুরপতি তাঁদের দাবীগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁরা ফিরে আসেন।

রবিবারে বসার আদেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। সরকার পক্ষ জানান সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে জেলার বিভিন্ন অংশে হাট চালু থাকায় প্রতিদিনই পশু কেনা বেচা চলছে। ফলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বৈধভাবেই পশু কিনে নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। কিন্তু যদি একই দিনে জেলার সর্বত্র হাট বসে তবে স্বাভাবিক কারণে পশু কেনা বেচার রেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হবেই। ফলে পাচারও কমবে।

অভিযোগ আনলেন কংগ্রেসের অরুণ দাস (১ম পৃষ্ঠার পর)

নমিনেশন দেবার জন্য রাজ্য সভাপতি সোমেন মিত্র, জেলার নেতা অতীশ সিংহ চিঠি দিয়ে হবিবুর রহমানকে সে কথা জানিয়েও দেন। কিন্তু প্রাক্তন বিধায়ক হবিবুর রহমান সে অনুরোধপত্রের কোন মূল্য দেন না। তিনি অরুণ দাসকে উপেক্ষা করে জনৈক অখ্যাত তরুণ সহিম সেখকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে তাঁকেই প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের অনুমতি দেন। অরুণ দাস আরও জানান হবিবুর রহমানের এই আচরণকে হাই কম্যাণ্ডের নির্দেশের অবমাননা বলে তিনি মনে করেন। তিনি অভিযোগ করেন রাজ্য সম্পাদকের অনুমতি হবিবুর রহমানকে ডিঙ্গিয়ে নিয়ে আসায় অপমানিত বোধ করেই নাকি তাঁকে নমিনেশন দেওয়া হয়নি। এই আচরণকে অরুণ দাস শৃঙ্খলা ভঙ্গের নিদর্শন মনে করে হাই কম্যাণ্ডের কাছে অভিযোগ আনছেন বলে জানান। এই ওয়ার্ড নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানান গোলমাল শোনা যাচ্ছিল। এই ওয়ার্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে চিহ্নিত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল (নীলু) শারীরিক কারণে প্রার্থী না হবার সিদ্ধান্ত নিলে সর্ব-প্রথম কথা ওঠে সমীর পণ্ডিতকে প্রার্থী করার। পরে শোনা যায় শ্রীঘোষাল নাকি তাঁর স্থলে সুরেশ মিশ্রকে প্রার্থী করতে চান। সুরেশ মিশ্রকে প্রার্থী করা নিয়েই স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ দানা বাঁধে। পরে কংগ্রেসের মধ্যে চাপ ওঠে এবার যখন নীলু ঘোষাল প্রার্থী হচ্ছেন না তখন একজন মুসলিমকে প্রার্থী করা হোক। কিন্তু অরুণ দাস এই সর্ত না মেনে রাজ্য সম্পাদক সোমেন মিত্রের কাছ থেকে অনুমতি এনে নমিনেশন দাখিল করেন। এই গণ্ডগোল শান্ত করতেই স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে হবিবুর রহমান সহিম সেখের প্রার্থীপদ সমর্থন করেন ও তাঁকে প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের অনুমতি দেন। এবং অরুণ দাসকে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য সুরেশ মিশ্র কিছুদিন পূর্বেও নাকি বি জে পির সমর্থক ছিলেন। এ কথা সত্য তা প্রমাণিত হলো কংগ্রেস থেকে নমিনেশন না পাওয়ার সাথে সাথে বি জে পির সমর্থন তিনি চাইলেন এবং বি জে পি তাঁকে সমর্থনও দিল। তিনি বর্তমানে ঐ ওয়ার্ডের বি জে পি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বলে ঘোষিত হয়েছেন। যাই হোক বিতর্কিত ১৮নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের এই অন্তর্বিরোধ পুর নির্বাচনে কংগ্রেসকে বেশ দুর্বল করবে বলে শহরবাসীর ধারণা।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা মেন রোডের উপর (দুর্গামন্দির সংলগ্ন) ৫ কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।

তপন মুখার্জী, (পশ্চিমপাড়া)

গ্রাম+পোঃ রুদ্রনগর, ভায়া চাতরা, জেলা বীরভূম

১১৯টি কেন্দ্র খুলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মির্জাপুরে ১৯টি কেন্দ্র হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সবগুলিই হবে মহিলা কর্মী। ১ জুন আবেদনকারিণীর বয়স থাকা চাই ১৮ থেকে ৪৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে পূর্বের হায়ার সেকেণ্ডারী পাঠরতা অর্থাৎ ১০ ক্লাস উত্তীর্ণ বা বর্তমানে স্কুল ফাইন্যাল পাস বা সমপর্য্যায়ের মাদ্রাসা পাস। আবেদনকারী যে গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন করবেন তার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। গ্রাজুয়েট বা উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নারা আবেদন করতে পারবেন না। তবে বি-এ পাঠরতারা আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা দিতে হবে এবং নিয়োগ পরীক্ষায় ৭০ নম্বর লিখিত ও ৩০ নম্বর মৌখিক থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় পাস না করলে মৌখিক পরীক্ষার যোগ্যা বিবেচিত হবেন না। সহায়িকার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন মানের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র সাক্ষর হলেই হবে। আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে ২০ এপ্রিল থেকে ১৫ মে বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। ২৬ থেকে ৩১ মের মধ্যে পরীক্ষার অনুমতিপত্র দেওয়া হবে। আবেদনপত্র জমা দিতে হবে রঘুনাথগঞ্জ ১নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবাপ্রকল্প আধিকারিকের অফিসে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১১ জুন। তারিখ পরিবর্তিত হতেও পারে। এই কাজের কর্মীরা সরকারী প্রকল্পের হলেও এঁরা সরকারী কর্মী নন বা ভবিষ্যতে সরকারী কর্মীর জন্য দাবী করতে পারবেন না।

কলেজ পরিদর্শন (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ডি পি আই কলেজে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স ও কমপিউটার কোর্স দ্রুত শুরু হচ্ছে বলে জানান গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে কথা উঠলে তিনি অর্থ মঞ্জুরীই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানান। সরকারী আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য গৃহনির্মাণ ও সংস্কারের ব্যাপারে সরকারী মঞ্জুরী ছাড়াও বেসরকারী দানের উপর তিনি জোর দেন এবং পরিচালন সমিতির কর্মকর্তাদের বেসরকারী অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে অনুরোধ জানান।

পরিদর্শকের কৃতিত্বে সব টাকা আদায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায়। এখনও তদন্ত চলছে। ডাকপাল স্বীকার করেছেন তিনি তছরূপ করেছেন এবং কত টাকা করেছেন বলতে পারছেন না। তবে তিনি সব টাকা প্রত্যর্পনের প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীসান্যালের এই তৎপরতায় প্রতারিত আমানতকারীরা টাকা ফেরৎ পাবেন বলে আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার পীঠস্থান

মির্জাপুর সংলগ্ন বাছুরাইল গ্রাম

আগামী ২২শে বৈশাখ থেকে

২৪শে বৈশাখ লীলারস ও সংকীর্তানুষ্ঠান

২৫শে বৈশাখ

॥ বিরাট মেলা ॥

মেলা প্রাঙ্গণে ঐ ক'দিন ২৪-প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস সংকীর্তনানুষ্ঠানে অংশ নেবেন পঃ বঙ্গের জনপ্রিয় বেতার শিল্পী শ্যামলী দাসী ছাড়াও বেশ কয়েকজন নামী শিল্পী।

সুপ্রাচীন এই মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে সকলকে জানাই হার্দিক আমন্ত্রণ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।